দৈনিক খবর ১১
তারিখ ... 21 MAR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

উপাচার্য মান্নানের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পদত্যাগপত্রের খসড়াও তৈরী হয়ে গেছে। কাল ২২শে মার্চ সকালে চ্যান্সেলর ইতালী থেকে দেশে ফেরার পরে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র পেশ ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আবদুল মান্নান প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য নিযুক্ত হন এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক সন্ত্রাসের কারণে নির্ধারিত সময়ের আগে উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করলে অধ্যাপক আবদুল মান্নান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কর্তৃক তিনজনের উপাচার্য প্যানেলে নির্বাচিত হয়ে ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে তিনি চ্যান্সেলর কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনীত হন। আগামী জুলাই মাসে তাঁর চার বছরের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে মেয়াদ শেষ হবার তিন মাস আগে তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুটো ছাত্র সংগঠনের এক সংঘর্ষে ছাত্র নেতা শহীদুল ইসলাম চুন্নু নিহত হন এবং এ ঘটনায় উপাচার্যও লাঞ্ছিত হয়ে হাসপাতালে যান। এ সংঘর্ষের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সকল আবাসিক হলসহ বিশ্ববিদ্যালয় এখন বন্ধ রয়েছে। এ সংঘর্ষের পর থেকে ডাকসু'র জিএসসহ নয়টি ছাত্র সংগঠন ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল উপাচার্যের পদত্যাগ দাবী অব্যাহত রাখে।

পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানা যায়নি। উপাচার্য মান্নান নিজেও এ ব্যাপারে কথা বলতে অসম্মতি জানিয়েছেন। তবে তিনি শারীরিক অসুস্থতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিকে পদত্যাগের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন বলে তার ঘনিষ্ঠ মহলসূত্রে জানা গেছে। পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগে তিনি আটরশীতে যান বলেও সূত্র জানায়।

সিদ্ধান্ত ঘোষণা

জানা গেছে, গত সোমবার রাতে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষককে উপাচার্য ভবনে ডেকে প্রথম তার এ পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানান। এব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সাথে তাঁর আলোচনার কথাও উল্লেখ করেন। গতকাল সকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলের প্রাধ্যক্ষদের এক বৈঠক ডেকে সেখানে তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পুনরায় ব্যক্ত করেন এবং উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করেন। শারীরিক অসুস্থতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতিকে তার পদত্যাগের কারণ হিসেবে জানান।

কে হবেন উপাচার্য ?

অধ্যাপক আবদুল মান্নানের পদত্যাগপত্র গ্রহণের সাথে সাথে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হিসেবে অন্য একজনকে নিয়োগ করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। কে হবেন এই অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য- এ নিয়ে এখন জোর তদবীর, লবিং ও গুজব চলছে।

জানা গেছে, বর্তমান উপ-উপাচার্যকে দায়িত্ব দিয়ে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না- এ বিবেচনা থেকে তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ ও দলমতের উর্ধ্বে মোটামুটি অপরিচিত কোন একজন শিক্ষককে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগের কথা ভাবা হচ্ছে। তিন তিন মাস দায়িত্ব পালনের পরে পূর্ণ মেয়াদে উপাচার্য নিয়োগ হবে। অন্তর্বর্তী উপাচার্য হিসেবে সম্ভাব্য দু'জনের নাম শোনা যাচ্ছে। এরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ জহীর হায়দর ও বর্তমান কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফারুক। রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক আবদুল মান্নানের পদত্যাগপত্র গ্রহণের সাথে সাথে অন্তরবর্তীকালীন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন বলে জানা গেছে। উপাচার্যের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার পরে অধ্যাপক মান্নানকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অথবা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে দেয়া হতে পারে বলেও সূত্র জানায়।

আমি তাই চলে যাবার সিদ্ধান্তই নিয়েছি ঃ ভিসি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেছেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ চাই। আমি চলে গেলে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ভালো হয় তবে তাই হবে। আমি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধ্যক্ষদের সাথে এক বৈঠকে উপচার্য একথা বলেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বৈঠকে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি ও তার পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ। হাতে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ছিলাম। সেখান থেকে

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

আমি তাই চলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফিরলেও শারীরিকভাবে আজো সুস্থ হতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের প্রেসারে মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত। এ অবস্থায় দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের জন্য গত কয়েক বছরে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ চাই। আমি চলে গেলে যদি অবস্থার উন্নতি হয়, তবে তাই হবে। আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মুশতাক হোসেন

ডাকসু'র জিএস মুশতাক হোসেন বলেছেন, উপাচার্যের পদত্যাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার সমাধানের পথকে ত্বরান্বিত করবে।

তিনি গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপাচার্য অধ্যাপক মান্নানের সাথে এক বিদায়ী সাক্ষাতে গিয়ে খবর প্রতিনিধিকে একথা বলেন।

উপাচার্যের পদত্যাগ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুশতাক হোসেন বলেন, এ ঘটনাকে আমরা ঠিক বিজয় বলতে চাই না। বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি সন্ত্রাসমুক্ত হলে আমাদের পূর্ণ বিজয় হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে অবস্থার জট তিনি কোন ক্রমেই খুলতে পারছেন না। তারপক্ষে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্যকেউ এলে সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হবে।

পুলিশ কমিশনারের সাক্ষাৎ

গতকাল সন্ধ্যায় পুলিশ কমিশনার এ এম এম নসরুল্লাহ খান উপাচার্য ভবনে যান এবং উপচার্যের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন মহল উপাচার্যের সাথে গতকাল বিদায়ী সাক্ষাতে মিলিত হন।